# ঝুঁকি নিয়ে ধরতে হয় বাস, উদাসীন প্রশাসন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** ব্যস্ততম ২ নং জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে বাস ধরতে হয়। নেই কোন বাসস্ট্যান্ড। প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়েই বাস ধরতে হয় মুচিপাড়ায়। ২ নং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ অবশ্য রাজ্য সরকারের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দায় সেরেছে। বাসযাত্রীদের অভিযোগ, প্রশাসন নির্বিকার। মুচিপাড়া বাসস্ট্যান্ড, অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বাসস্ট্যান্ড দুর্গাপুর মহকুমার মধ্যে। তিনটি জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়াএবং বীরভূম ছাড়াও দুই বর্ধমান জেলার দুই সদর শহরের বাস যাতায়াত করে। এছাড়াও দুর্গাপুর থেকে কলকাতা যাওয়ার বাস যাত্রীদের একটি গরিষ্ঠ অংশ এই মুচিপাড়া থেকে বাস ধরেন। মুচিপাড়ায় কোন বাসস্ট্যান্ড নেই। শীতের সকাল। সূর্যদেবের দেখা নেই। ঘড়ির কাঁটা আটটা পেরিয়েছে। কুয়াশায় ছেয়ে আছে চারিদিক। বোলপুর যাবেন। মুচিপাড়ায় বাস ধরতে অপেক্ষা করছেন সায়ন্তন রায়। এই সরকারি কর্মাচরী বলেন, ঘন কুয়াশঅয় দৃশ্যমানতা একেবারে কমে গেছে। এই অবস্থায় বাসচালক যদু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসযাত্রীদের ধাক্কা মারেন, তবে প্রাণহানি হতে বেশ কিছু যাত্রীর বলে ক্ষোভপ্রকাশ করেন এই নিত্য বাসযাত্রী। কলকাতার বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন কলেজ পড়ুয়া স্নিগ্ধা রায়। স্নিগ্ধা বলেন, গত সপ্তাহে তিনি বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এই বাসস্ট্যান্ডে। আসানসোল থেকে আসা বাস এই স্টপেজে দাঁড়ায়নি। জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে তাঁরা সাতজন যাত্রী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে বাস থামিয়ে তবে বাস ধরতে পেরেছিলেন। এরকম প্রায়ই হয় বলে জানা গেছে অপেক্ষারত বেশ কিছু যাত্রীর কাছ হতে। বাসচালক হরিসাধন পাল বলেন, যাত্রীরা বসার আসন পাওয়ার চেষ্টায় যেভাবে বাস থামার আগেই ছুটে আসেন তাতে যেকোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, শুধু মাত্র নির্দিষ্ট বাসস্ট্যান্ড না থাকার জন্য বলে জানান, এই বাসচালক। ২ নং জাতীয় সড়ক প্রকল্প আধিকারিক অরিন্দম হান্ডিক বলেন, জাতীয় সড়কের উপর কোন বাস দাঁড়াতে পারে না। রাজ্য সরকার বাসস্ট্যান্ডের জন্য জমি দিলে বাসস্ট্যান্ড হবে। এটা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব বাসস্ট্যান্ড করার বলে জানান এই আধিকারিক। আড্ডার চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁরা এনিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন।

# লক্ষ্য পঞ্চায়েত, তাই কাঁকসা ব্লকে সভাপতি নয়

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। রাজ্যের শাসকদলের কাঁকসা ব্লকে কোন সভাপতি নেই প্রায় বছর দুই ধরে। সূত্রের খবর, তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে শাসকদলের পশ্চিম বর্ধমানের জেলার কান্ডারিরা সভাপতির দায়িত্বে কাউকে এনে ভোটের মুখে আর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বাড়াতে চান না। তাই গলসির বিধায়ক অলোক মাঝিকে মাথায় রেখে একটি কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে সূত্রের খবর। পাঁচজন রয়েছে এই কমিটিতে। এই কমিটি নিয়েও তীব্র মতবিরোধ রয়েছে কাঁকসার নিচুতলার তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে। এই কমিটিতে এমন একজনকে রাখা হয়েছে যাকে একেবারেই পছন্দ নয় কাঁকসা ব্লকের নিচুতলার কর্মীদের। সূত্রের খবর এই ক্ষোভের কথা ইতিমধ্যেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার শাসকদলের কান্ডারি ভি শিবদাসনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন শাসকদলের কাঁকসা ব্লকের নিচুতলার কর্মীরা। এক জেলা নেতার সূত্রে জানা গেছে, শাসকদলের এই কান্ডারী আশ্বাস দিয়েছেন, কমিটি একেবারেই ছোটমাপের করা হবে যাতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামলে পঞ্চায়েত ভোটে কাঁকসার সবকটি পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদের আসন জেতা যায়। এই জেলা নেতার কথায় গলসির বিধায়ক অলোক মাঝিকে আহ্বায়ক করে তিনজনের একটি কমিটি গঠন করা হবে। আবার অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, দুইজনকে আহ্বায়ক করে দুইজনের কমিটি করা হবে। সেক্ষেত্রে আহ্বায়ক দুইজনের সমান ক্ষমতা থাকবে বলে সূত্রের খবর। তবে বিদবিহার, বনকাটি, মলানদিঘি, গোপালপুর অঞ্চলের তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীদের এক গরিষ্ঠ অংশের মতে আদৌ কি সম্ভব হবে ছোটমাপের কমিটি গড়া। দুর্গাপুরের এক বড়মাপের নেতার লবির জোরেই এমন একজন রয়েছেন এই কমিটিতে যার বিরুদ্ধে রাজ্যস্তরে রিপোর্ট গিয়েছে। আদৌ কি বাদ দেওয়া যাবে এই নেতাকে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন শাসকদলের নিচুতলার কর্মীরা। কাঁকসা ব্লকে এই মুহূর্তে কোন বড়মাপের কারখানা খুলছে না। বেকারদের কর্মসংস্থান দেওয়া নিয়ে চিন্তায় রয়েছে শাসকদল। এই সময় ছোট সংস্থায় নিয়োগ হচ্ছে এক নেতার মদতে দলকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে বলে অভিযোগ খোদ শাসকদলের কর্মীদের। এই নিয়ে জেলার কান্ডারীর কাছে ক্ষোভ জানিয়ে এসেছেন নিচুতলার কর্মীরা বলে সূত্রের খবর। সূত্রের খবর শাসকদলের জেলার কান্ডারী আশ্বাস দিয়েছেন কোর কমিটির নেতারা বসে সঠিক যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগ করা হবে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার শাসকদলের সভাপতি ভি শিবদাসন বলেন, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আর সেই সময়ের জন্য সংবাদমাধ্যমকে অপেক্ষা করতে হবে। তবে সূত্রের খবর সভাপতি নয় ছোটো মাপের কোর কমিটি গড়া হয়ে ২৫ জানুয়ারি।

# রোদ নেই, শুকাচ্ছে না বাগদেবী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** কুয়াশার চাদরে ঢাকা আকাশ। দিন তিনেক ধরে সূর্যের সেই তেজ আর নেই। কাঁপছে পানাগড়। তাপমাত্রা ৫ এর উপরে ঘোরাঘুরি করছে। পানাগড়ে বসেই কালিম্পঙের শীতের আমেজ নিচ্ছে পানাগড়বাসী। এই মুহূর্তে বাগদেবীর মূর্তি তৈরী নিয়ে ব্যস্ত শিল্পীরা। কিন্তু কুয়াশার জেরে মার খাচ্ছে সময়। রোদের তেজ নাই, তাই কাঁচা মূর্তি শুকাচ্ছে না। ঠান্ডা থাকুক পিঠে খাওয়া পর্যন্ত, কিন্তু কুয়াশা তুমি দূর হটো বলছেন শিল্পীরা। হাতে সময় নেই। খুদেরা প্রায়দিন এসে দেখা যাচ্ছে তাদের বাগদেবীর কাজ কতদূর হল। তাদের যে আর তর সয় না কিন্তু কুয়াশা সেধেছে বাধ। ঠান্ডা ভাগাতে নয় বাগদেবীকে, শুকাতে সূর্য দেবতার আশীর্বাদ চাইছেন মৃৎশিল্পীরা।

নিয়ামতপুর বিবেকানন্দ সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে পালিত হল স্বামীজির জন্মদিবস। এই উপলক্ষে নিয়ামতপুর ৪ নং কলোনীতে প্রায় ২০০ জন দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হয়েছে পাশাপাশি ২০০ জনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়েছে। এমনকী বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আসানসোল পুরনিগমের ৬০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিতা সাউ, রাজেশ সাউ, পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী, ধর্মদাস সেনগুপ্ত, চন্ডী চ্যাটার্জী-সহ প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন।

# রণডিহাতে গুণীজনদের সংবর্ধনা দিল পূর্বপশ্চিম

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** রণডিহা সেচ দপ্তরের মাঠে পূর্ব পশ্চিম নামে এক সংস্থা গুণীজনদের সম্বর্ধনা দেয়। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত গলসির ভাস্কর ফকির পাল এবং লোক-ভাস্কর ভোলানাথ কলসিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সম্বর্ধনা দেওয়া দুর্গাপুর মহকুমার মহকুমা শাসক শঙ্খ সাঁতরাকেও সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে বাঁচানো এবং জলাভূমি রক্ষার জন্য দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছে এই সংস্থা। আজ রণডিহার সেচ দপ্তরের মাঠে এই সংস্থা গুণীজনদের সম্বর্ধনার সাথে সাথে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক তাপস দাস এবং ভাস্কর জনক ঝঙ্কার নার্ঝারি।

# আসানসোলে বিবেকানন্দের ১৫৬তম জন্মদিন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ** স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৬তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার সকালে আসানসোলের বিএনার মোড় থেকে জুবলি মোড় পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে। শোভাযাত্রায় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজি-সহ এদিনের মিছিলে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রায় একটি সুদৃশ্য ট্যাবলোয় বের হয়েছিল। এদিন শোভাযাত্রাটি জুবলি মোড়ের কাছে যায়। সেখানে স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন আসানসোলের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, বিধায়ক তাপস ব্যানার্জী-সহ একাধিক গুণী ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও আসানসোলের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বামীজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

আসানসোলে স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান, উপস্থিত ছিলেন, মন্ত্রী মলয় ঘটক, বিধায়ক তাপস গঙ্গোপাধ্যায় ও আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজি।

# বিবেকচেতনা উৎসবে সভাধিপতি দেবু টুডু

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** গলসি হাইস্কুল ময়দানে বিবেক চেতনা উৎসবের উদ্বোধন করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাপতি দেবু টুডু। উপস্থিত ছিলেন, গলসির বিধায়ক অলোক মাঝি। প্রথমে শোভাযাত্রা দিয়ে শুরু হয় আজকের অনুষ্ঠান। গলসি উচ্চবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। গলসির বিবেক চেতনা উৎসব চলবে দুই দিন ধরে। কাঁকসা ৩ নম্বর কলোনিতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় ফল, মিষ্টি বিতরণ করেন শিশুদের মধ্যে। পানাগড়ে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিবেকানন্দের ছবিতে মাল্যদান করেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি পূরব বন্দ্যোপাধ্যায়।

# বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়াবিদ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভাতা ঘোষণা করল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন উপাচর্য নিমাই চন্দ্র সাহা। তিনি এদিন ঘোষণা করেন যে, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারিককে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ফি মুকুবের আশ্বাস দিয়েছেন। এরপরে তিনি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ফ্রিতে কোচিং দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন এদিন। বলা বাহুল্য, এর আগে দুইবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে বিশেষ ভাড়া দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এছাড়া উপাচার্য নিমাই চন্দ্র সাহা ও পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রী যাঁরা গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ফান্ড থেকে মাসে দশহাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথাও তিনি এদিন ঘোষণা করলেন। ক্রীড়াপ্রেমী অনুরাগীদের জন্য উপাচার্যের আশ্বাসে খুশি করেছে বলে জানা গেছে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহ-উপাচার্য ষোড়শী মহনদা রেজিস্টার দেবকুমার পাঁজা, পাবলিক রিলেশন অফিসার শান্তনু ঘোষ, পরীক্ষক নিয়ামক সুজিত চৌধুরীসহ অনেকে। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ নন্দী বলেন যে, মোট ২৫টি ইভেন্টে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠিত হয় এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সকল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে।

# পূর্বস্থলীর সমুদ্রগড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** শুক্রবার সকালে নাদনঘাট থানার অন্তর্গত সমুদ্রগড় নিমতলা বাজারে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম মহিবুল শেখ (২৮)। মৃতের বাড়ি মন্তেশ্বরে। জানা গেছে যে, এদিন সকাল সব্জি ব্যবসায়ী মহিবুল শেখ ব্যবসার জন্য সমুদ্র আসছিল মোটরভ্যানে করে। বালি বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঐ মোটর ভ্যানটিকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। আহত হন দু'জন। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহটি এদিন ময়নাতদন্ত হয়েছে কালনা মহকুমা হাসপাতালে। নাদনঘাট থানার পুলিশ লরি আটক করলেও চালক পলাতক।

# স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে সংরক্ষণের দাবি আজও উপেক্ষিত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** শুক্রবার ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ২ নম্বর ব্লকের আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দত্তদারিয়া গ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে। পৈতৃক ভিটে জমি ক্রমেই যেন বেদখল হয়ে যাচ্ছে। অথচ পৈতৃক ভিটে সংরক্ষিত হয়নি আজও। তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের সাতে বর্ধমান জেলার বাসিন্দারা স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে সংরক্ষণের দাবি তুলেছেন। যদিও অনেকেই বলছেন প্রতিবছর দাবি জানানো হয়, কিন্তু আজও উপেক্ষিত বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে। বিবেকানন্দের জন্মদিনটিকে স্মরণ করবার জন্য এদিন সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এলাকা পরিদর্শন করে। তারপর স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটেয় একটিমাত্র ঘর। ওই ঘরটিতে রয়েছে বিবেকানন্দের একটি মূর্তি আর তার পিতার মূর্তি। বছরের এই দিনটিতেই শুধুমাত্র বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটেয় আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ছাড়া আর কিছুই হয়না বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। জানা গেছে যে, স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটেতে দাবিমতো এখনও সেরকম কোনো কাজই চোখে পড়েনি। বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিতে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিলেও কালনার দত্ত দড়িয়াটন গ্রামে বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে আজও উপেক্ষিত। বিবেকানন্দের জন্মদিনে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিবেক চেতনা উৎসবসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুধু হয়ে থাকে এখানে। স্থানীয়দের অভিযোগ যে, বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও আজ পর্যন্ত এরকম উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ এখানে হয়নি। শুধুমাত্র স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুন্ডুর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে একটি মাত্র বিশ্রামাগার তৈরী করা হয়েছে। আর দত্তদারিয়াটন গ্রামে ঢোকার মুখে একটি বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ পেরিয়ে গেলেও তার নাই তার পৈতৃক ভিটেয় উন্নয়ন না হওয়ার কারণে এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছেন। শুধুমাত্র কালনা পর্যটন উৎসবের মানচিত্রে ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে প্রচার বা উন্নয়ন হয়নি। স্বামীজির এই পত্রিকা এই সরকারই নজর না পড়ার কারণে এলাকার মানুষও কিছুটা ক্ষুব্ধ। দত্তদারিয়াটন উচ্চবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও গ্রামবাসীরা মিলে ওই ভিটে মাটির উপর একটি মন্দির তৈরী করে বছরের কয়েকটা দিন তার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ ছাড়া আর কিছুই হয় না বলে জানা গেছে। স্থানীয় এক পত্রিকার সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী জানিয়েছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের পারিবারিক ও পূর্ব পুরুষদের বহু তথ্য পাওয়া যায় তার ছোট ভাইয়ের লেখা স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থে। তা থেকে জানা যায় যে, মোগল আমলে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বপুরুষদের বসবাস ছিল এই গ্রামে। ব্রিটিশ আমলে প্রথমদিকে দত্ত পরিবারের রামনিধি দত্ত কলকাতায় গড়গোবিন্দ উপরে উঠে আসেন। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দুর্গ তৈরীর জন্য জমি দখল করে নিলে দত্ত পরিবার চলে আসেন উত্তর কলকাতায় সিমলা অঞ্চলে। অথচ স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে কালার দত্তদারিয়াটন গ্রাম। রাজ্যের বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে যেভাবে সরকার এবং বিশিষ্টজনেরা মাতোয়ারা সেইরকমভাবে কালনা ২ নম্বর ব্লকের দত্তদারিয়াটন গ্রামে তাঁর পৈতৃক ভিটে আজও অবহেলিত হওয়ার কারণে নানান ধরণের প্রশ্ন উঠেছে এলাকায়। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা চাইছেন সরকারের তরফ থেকে স্মৃতিবিজড়িত এই স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে সংরক্ষণ করলে তার আদর্শ আমাদের এলাকায় ছোট-বড় সকলের কাছে বেঁচে থাকবে। এদিন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রণব রায় আবক্ষ মূর্তিতে মালা দেন এবং তার সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাধিপতি জানিয়েছেন যে, সংরক্ষণের বিষয়টি আমরা সরকরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং এখানে স্বামী বিবেকানন্দের নামে একটি লাইব্রেরির তৈরীর কাজ আমরা হাতে নিয়েছি আশা করি আগামী দিনে আরও নানান ধরণের পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করব। প্রণব রায় জানিয়েছেন যে, বিবেকানন্দের জন্ম এখানে হয়েছিল। পরে বিবেকানন্দ তাঁর পরিবারের সাথে অন্যত্র চলে যান। তবুও তর্কের খাতিরে বলা যায় বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটেয় দাড়িয়াল গ্রামকে সংরক্ষণ শুধু নয়, বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত এই জায়গাকে বিশ্বের বুকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা আমাদের সকলের দরকার বলে তিনি মনে করেন।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ , হুগ লি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222